শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের দশম শ্লোকের দীর্ঘ শাংকরভাষ্যের পর আমরা আবার ফিরে আসছি মূল শ্লোকে। সেই এক দেবতার (কিম্ একম্ দৈবতম্ লোকে—) উপলক্ষণ বা আরও কিছু চিহ্ন নিয়ে প্রসঙ্গ করছেন পিতামহ ভীষ্ম—

যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥১১

অন্বয় : যতঃ সর্বাণি ভূতানি আদিযুগাগমে ভবন্তি, পুনরেব যুগক্ষয়ে যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি।

শাংকরভাষ্য : *যতঃ* যস্মাৎ *সর্বাণি ভূতানি ভবন্তি* উদ্ভবন্তি *আদিযুগাগমে* কল্পাদৌ। *যস্মিংশ্চ প্রলয়ং* বিলয়ং *যান্তি* বিনাশং গচ্ছন্তি *পুনঃ* ভূয়ঃ, *এব* ইত্যবধারণার্থঃ; নান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ। *যুগক্ষয়ে* মহাপ্রলয়ে। চকারান্মধ্যেঽপি যস্মিংস্তিষ্ঠন্তি। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১) ইতি শ্রুতেঃ॥

ভাবানুবাদ : এখানে পিতামহ 'কল্পারম্ভ' আর 'মহাপ্রলয়'—সৃষ্টি এবং লয়কে দেখাচ্ছেন একটি চক্রের মতো। কল্পারম্ভে বা যুগাগমে জীব সৃষ্ট হচ্ছে, সে জগৎ ভোগ করছে, আবার যুগক্ষয়ে বা মহাপ্রলয়ে ওই বিন্দুতেই ফিরে যাচ্ছে। যেখান থেকে জীব সৃষ্ট হচ্ছে আর যেখানে ফিরে যাচ্ছে সেটি একটি বিন্দু, তাই ওই আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে একটি চক্রের।

সৃষ্টির বিন্দুতেই জীব প্রলয়ে ফিরে যাচ্ছে, অন্য কোথাও নয়, এমন কেন বলছেন পিতামহ? এর উত্তরে ভাষ্যকার একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। সেটি বেদান্তের কার্যকারণতত্ত্ব। সাধারণভাবে বলা হয় ঘট হল কার্য, মাটি কারণ। বেদান্ত বলছে—না, কারণ দুটি—প্রথম কারণ মাটি, এটি উপাদান কারণ। দ্বিতীয় কারণ কুমোর, এটি নিমিত্ত কারণ।

এখন, ঘটটি যখন ভেঙে যাবে, তখন তো মাটিই পড়ে থাকবে। বেদান্তের ভাষায় ঘটটি লয়ে মাটিতেই ফিরে গেল। অর্থাৎ কার্য প্রলয়ের পরে তার উপাদান কারণেই ফিরে যায়। ভাষ্যকার সেই অনুবৃত্তি এনে বলছেন, প্রলয়ে জীব তার উৎপত্তি-স্থানেই (উপাদান কারণেই) ফিরে যাবে, অন্য কোথাও (নিমিত্ত কারণ বা অন্য কোনও কার্যতত্ত্বে) যাবে না।

'চ' শব্দের অর্থ ধরে নিতে হবে স্থিতি। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি—যার দেহ থেকে এই ভূতবর্গ জন্ম নিচ্ছে, জন্মের পর যার মধ্যে স্থিতিলাভ করে, প্রলয়ে যেখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

তস্য লোকপ্রধানস্য জগন্নাথস্য ভূপতে।
বিষ্ণোর্নামসহস্রং মে শৃণু পাপভয়াপহম্॥১২

অন্বয় : ভূপতে, তস্য লোকপ্রধানস্য জগন্নাথস্য বিষ্ণোঃ পাপভয়াপহং নামসহস্রং মে শৃণু।

শাংকরভাষ্য : *তস্য* এবং লক্ষণলক্ষিত-স্যৈকদৈবতস্য *লোকপ্রধানস্য* লোকনহেতুভিঃ বিদ্যাস্থানৈঃ প্রতিপাদ্যমানস্য *জগন্নাথস্য* জগতাং নাথঃ স্বামী মায়াশবলঃ পরমাত্মা নির্লেপশ্চ তস্য *ভূপতে* মহীপাল, *বিষ্ণোঃ* ব্যাপনশীলস্য *নামসহস্রম্*, নাম্নাং সহস্রম্ অশুভকর্মকৃতং পাপং সংসারলক্ষণভয়ং চাপহন্তীতি *পাপভয়াপহং* ত্বং *মে* মত্তঃ *শৃণু* একাগ্রমনা ভূত্বাবধারয়েত্যর্থঃ।

'একস্যৈব সমস্তস্য ব্রহ্মণো দ্বিজসত্তম।
নাম্নাং বহুত্বং লোকানামুপকারকরং শৃণু॥'
'নিমিত্তশক্তয়ো নাম্নাং ভেদিন্যস্তদুদীরণাৎ।
বিভিন্নান্যেব সাধ্যন্তে ফলানি দ্বিজসত্তম॥'
'যচ্ছক্তি নাম যত্তস্য তত্তস্মিন্নেব বস্তুনি।
সাধকং পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যে ক্রূরেষু বস্তুষু॥'

ইতি বিষ্ণুধর্মবচনাদ্ যদ্যপি পরস্য ব্রহ্মণঃ ষষ্ঠীগুণক্রিয়াজাতিরূঢ়ীনাং শব্দপ্রবৃত্তিহেতুভূতানাং নিমিত্তশক্তীনাং চাসম্ভবঃ; তথাপি সগুণে ব্রহ্মণি সবিকারে চ সর্বাত্মকত্বাত্তেষাং শব্দপ্রবৃত্তিহেতূনাং সম্ভবাৎ সর্বে শব্দাঃ পরস্মিন্ পুংসি বর্তন্তে॥

ভাবানুবাদ : এই শ্লোকটি শুরু হচ্ছে একটি সর্বনাম দিয়ে। 'তস্য' অর্থাৎ তাঁর। 'তাঁর'—মানে নারায়ণের, শ্রীহরির। এর পরেই তিনটি বিশেষণ রয়েছে, তিনটিই সমার্থক—প্রধান, নাথ, পতি। এই তিনটি শব্দের একই অর্থ—সর্বোচ্চ বা শীর্ষ, স্বামী, শাসক ইত্যাদি। এর দুটি বিশেষণ শ্রীহরির। অবশিষ্ট বিশেষণটি 'ভূপতি' যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে অর্থাৎ পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নকেই স্মরণে রেখে বলেছেন—হে পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির, সেই সমস্ত জগতের শীর্ষস্থ পুরুষের কথা শোনো। যাঁর সম্বন্ধে এত কথা হল, সেই একমাত্র দেবের কথা শোনো। যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোককে অবলোকন করছেন সর্বদা, যিনি সগুণরূপে জগতের নাথ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সমূহ কার্য যাঁর কটাক্ষপাতে, যিনি নির্গুণরূপে নির্লেপ পরমাত্মা, সেই বিষ্ণুর এক হাজার নাম শোনো—একাগ্রমনে অবধারণ করো, অশুভকর্মজনিত সমস্ত পাপ এবং সংসারবন্ধনরূপ ভয় যে-নামের শক্তিতে নিমেষে নাশ হয়।

বিষ্ণুপুরাণকে উদ্ধৃত করে ভাষ্যকার বলছেন, এই নামের দেবতা এক। একই দেবতার নামের বহুত্ব বা বিভিন্নতা কেন? এর উত্তর এই যে, বিভিন্ন নিমিত্তের (কোনও বিশেষ ঘটনা, কার্য, গুণ, উদ্দেশ্য ইত্যাদির) সাপেক্ষে এই নামগুলি সৃষ্টি হয়েছে। নিমিত্ত-শক্তির বিভিন্নতার কারণে একই দেবতার বিভিন্ন নাম। যেহেতু নিমিত্ত-শক্তি বিভিন্ন, তাই তা সৌম্য হতে পারে, ক্রূর হতে পারে, বা ভয়ানকও হতে পারে। সেই উচ্চারণের ফলও নিমিত্ত-শক্তির অনুসারে হবে।

শক্তির পার্থক্যকে বিশেষ ধরে যদি সাধক নিমিত্ত কারণকে প্রাধান্য দেন, সেকথা চিন্তা করে ভাষ্যকার বলছেন, পরব্রহ্ম সমস্ত নিমিত্ত কারণের অতীত, সেখানে কোনও ইচ্ছা-ক্রিয়া-গুণ-কর্ম থাকতে পারে না, তাই পরব্রহ্ম কোনও বিশেষ নামের বা শব্দ-প্রবৃত্তির হেতু হতে পারেন না। তাই সহস্রনামের হেতু সগুণব্রহ্ম, নামের সহস্রতা সগুণ সবিকার ব্রহ্মকে ঘিরেই হবে। যেহেতু পরব্রহ্ম সর্বাত্মক তাই সমস্ত নামের অধিষ্ঠানরূপে পরব্রহ্মই 'লক্ষিত' বা 'বাচ্য'—যেন একই কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বর্ণালির মতো বহু ঘটনা, বহু নিমিত্ত, বহু নাম...।

তত্র—

যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি মহাত্মনঃ।
ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে॥১৩

অন্বয় : মহাত্মনঃ যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি ঋষিভিঃ পরিগীতানি, তানি ভূতয়ে বক্ষ্যামি।

শাংকরভাষ্য : *যানি নামানি গৌণানি* গুণসম্বন্ধীনি গুণযোগাৎ প্রবৃত্তানি তেষু চ যানি *বিখ্যাতানি* প্রসিদ্ধানি *ঋষিভিঃ* মন্ত্রৈস্তদ্দর্শিভিশ্চ *পরিগীতানি পরিতঃ* সমন্ততঃ পরমেশ্বরাখ্যানেষু তত্র তত্র *গীতানি* মহাংশ্চাসাবাত্মেতি মহাত্মা—

'যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্তি সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে॥'
(লিঙ্গপুরাণ, ১।৭০।৯৬)

ইতি বচনাদয়মেব *মহানাত্মা। তস্য* অচিন্ত্যপ্রভাবস্য *তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে* পুরুষার্থ-চতুষ্টয়সিদ্ধ্যৈ ভূতয়ে পুরুষার্থচতুষ্টয়ার্থিনামিতি॥

ভাবানুবাদ : ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সগুণব্রহ্মের যে-কার্যকারণ প্রবৃত্তি, সেখান থেকে সৃষ্ট হচ্ছে বহু ঘটনা (লীলামাধুর্য)। তার মধ্যে যেগুলি বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কণ্ঠে যে-কথা, যে-লীলাগানগুলি গাওয়া হয়েছিল, পরমকল্যাণকারী ঋষিদের উচ্চারিত সেই কথা তোমাকে শোনাব। কারণ হে রাজর্ষি যুধিষ্ঠির, হে ভূপতি, একমাত্র সেই কথাই—পরমেশ্বরের নাম ও লীলাই মানুষের জীবনে একমাত্র শুভকারী।

মানুষের জীবনের যা কাম্য বা আকাঙ্ক্ষিত অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়, সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদায়ী এই ঈশ্বরনাম, তাঁর লীলাচিন্তন। তা-ই বহুজনহিতায় পিতামহ ভীষ্ম বললেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে।

বিষ্ণুসহস্রনামের প্রাক্‌কথন বা 'অধিবাস-কীর্তন'টি শেষ হল। দশটি শ্লোকে (৪-১৩) যুধিষ্ঠির তথা ভাবী প্রজন্মের সামনে পিতামহ মেলে ধরলেন এক অভিনব নামাবলির প্রেক্ষাপট ও রহস্য, সহজ নামসাধনার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতিকে। পরবর্তী একশো সাতটি শ্লোকে তিনি জানাবেন নারায়ণের সহস্রটি বিশেষ নাম—

যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥
নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতয়ে ভূভৃতে।
অনেক রূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥ *(ক্রমশ)*

[ভ্রম সংশোধন : গত সংখ্যায় এই রচনাটিতে (পৃঃ ১১৫, প্রথম স্তম্ভ ১২শ পঙ্‌ক্তিতে) 'শ্রুতি অর্থাৎ গীতাতেও' স্থলে পড়তে হবে 'স্মৃতি অর্থাৎ গীতাতেও'।]